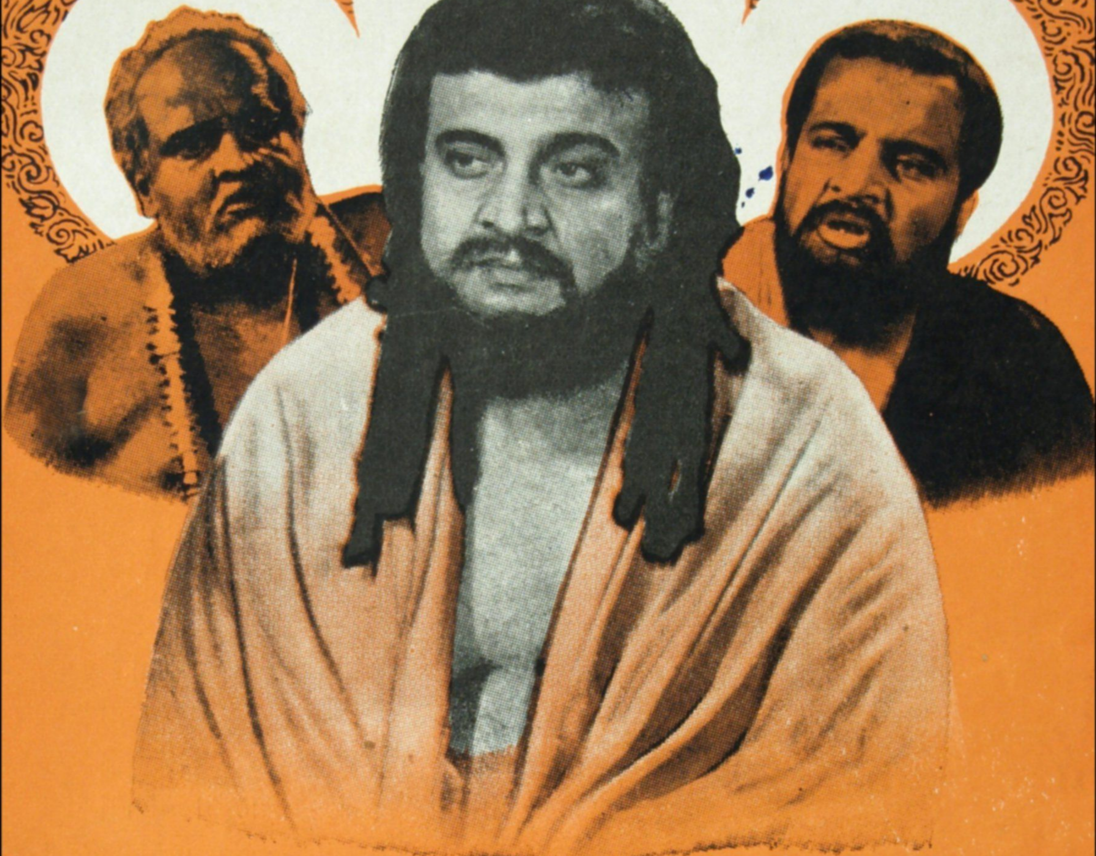

নটরাজ প্রোডাকসন্সের

ভারতের সাধক

বামাক্ষ্যাপা · রামকৃষ্ণ ও স্বামী নিগমানন্দের চরিত্রে

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

Thursday.

কাহিনী

ভারতবর্ষ সাধকের দেশ, ভারত কখনও সাধক শূন্য হবে না। যখনই ধর্ম্মে গ্লানি দেখা দেয় তখনই অবতাররূপে দেখা দেন শ্রীভগবান।

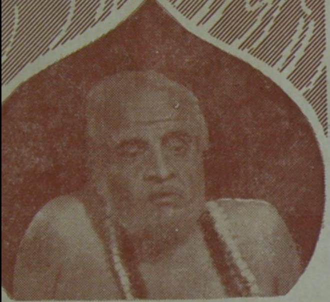

এক ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে কুতুবপুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভুবন চাটুজ্যের ঘর আলো কোরে মানব দেহে জন্ম নিল—নলিনীকান্ত। কুলপুরোহিত ভবিষ্যদ্বানী করলেন—ভুবন, তোমার এই ছেলে একদিন জগৎগুরু হবে।

নলিনীকান্তর দুরন্তপনার শেষ নেই। পাড়াপ্রতিবেশীর নিত্য নালিশ। বাপ-মা দেবতার চরণে প্রার্থনা জানান—ঠাকুর, নলিনীর সুমতি দাও।

জটাদার পরামর্শে অবশেষে মা-বাবা নলিনীকান্তকে নিয়ে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে, —ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে যদি ছেলের সুমতি হয়। নলিনীকান্তকে দেখে ঠাকুর বোললেন,—"ওরে, এ যে জাত কেউটের বাচ্চা। নরেন, অভয়ের সমগোত্রীয়।"

বছরের পর বছর কেটে যায়। বাপ-মা নলিনীকান্তকে বিয়ে দিয়ে ঘরের লক্ষ্মী কোরে আনলেন সুধাংশুবালাকে। নলিনীকান্ত চাকরী কোর্‌ছে রাসমণির স্টেটএ দিনাজপুরে। হঠাৎ মধ্যরাত্রে- "এ কি, সুধাংশুবালা, এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলে? কেমন কোরে এলে?" কোনো উত্তর নেই। নিঃশব্দে ছায়াতে মিলিয়ে গেল সুধাংশুবালা। নলিনীকান্ত ফিরে এল দেশে—এসে দেখলো সুধাংশুবালা ইহলোকে নেই।

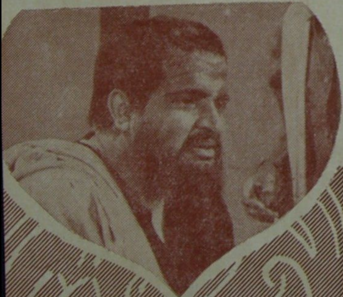

এইবার আরম্ভ হলো পরম জিজ্ঞাসা। মৃত্যুর পর আত্মার গতি কি? কি আছে কালো যবনিকার ওপারে?

বাবা-মা, ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে চলেছে নলিনীকান্ত উল্কার মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে—তার প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে—

অবশেষে হাজির হোলেন তারাপীঠে বামদেবের কাছে। সেখানেই ইষ্ট দর্শন হোলো। কিন্তু কৈ মন ত তৃপ্ত হোলো না। আবার বেরুলেন অনির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গুরুর খোঁজে। একের পর এক পরীক্ষা শুরু হোলো। ভৈরবী এলো, ঝড় এলো, জল এলো, বছরের পর বছর কাটে অনাহারে অনিদ্রায়। তুষারকণা জমে জমে রচনা করে সমাধিস্তূপ। গুরুর আদেশে শৈলশিখর থেকে ঝাঁপ দিলেন স্রোতঃস্বতী গঙ্গাবক্ষে। সিদ্ধিলাভ কোর্‌লেন নলিনীকান্ত —নাম হল স্বামী নিগমানন্দ।

গুরুর আদেশ—আর্ত্ত নরনারীকে ত্রাণ কোরতে হবে। আসামে জয়ন্তীর মোহে পাগল দেবদাস মুগ্ধ হোলো স্বামী নিগমানন্দের অলোকিক ঐশ্বর্য্যে। শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরে গুরুদেবের সঙ্গে এলো বারাণসীধামে। দেবী অন্নপূর্ণা মানবীমূর্ত্তিতে এসে প্রমাণ করিয়ে দিলেন নিগমানন্দের কথা—কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না। মণিকর্ণিকার ঘাটে মণিমালার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো ভক্তের দল, শিষ্যের দল। কাশীর রাজা রাণী এঁরাও শেষ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ কোর্‌লেন নিগমানন্দের পদপ্রান্তে। যে বাঈজী এসেছিলো সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে সেও শেষ পর্য্যন্ত মাতোয়ারা হোয়ে উঠলো কৃষ্ণনামে।

তারপর রূপালী পর্দ্দায় দেখুন—এ যুগে ভক্তিই যোগ—প্রেমই সাধন।

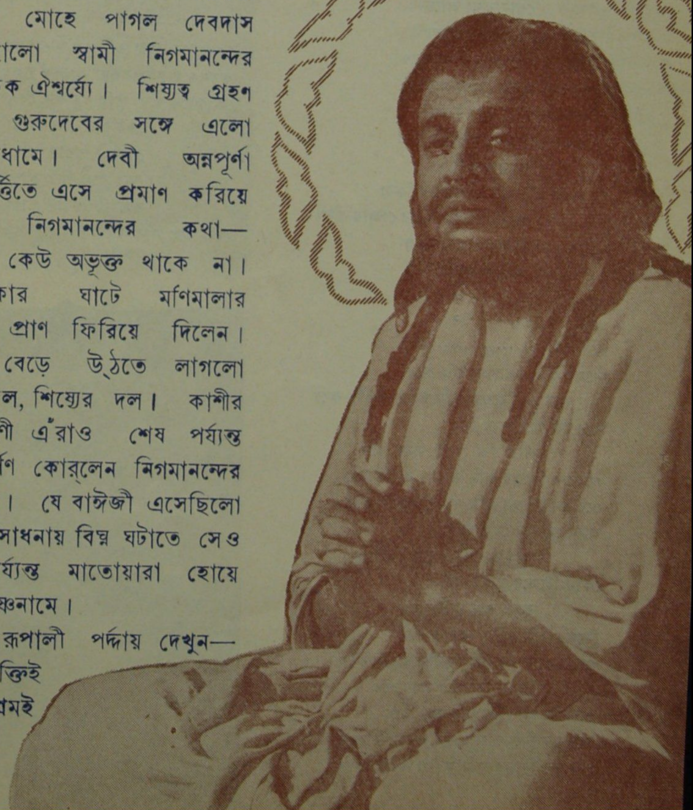

গান

(১)

তুমি বড় নিঠুর ও শ্যাম
কাঁখের কলস কেন নিলে কেড়ে
ঘরে যাও আমার এ পথ দাওগো ছেড়ে।
নিয়েছি বেশ করেছি রাই
বুঝ নাকি কলস কেন নিলাম কেড়ে
দেবদা আমি তোমার আঁচল ছেড়ে।
তুমি বড় নিঠুর ও শ্যাম
তুমি বড় নিঠুর ও শ্যাম
আরে আরে শুন ব্রজনারী
আমি গিরিধারী পথ নাহি ছাড়ি।
তুমি থাক মোর কাছে
শোন কথা আছে
এখন আমি যমুনার কূলে
যাই বল কেমন করে
তোমায় আমি দেবোনা যেতে
বলোনা ওগো এখনই আসি
কখন থেকে ডেকেছে তোমায়
আমার বাঁশী।
আহা মরি মরি গতি তার কিবা
ময়ুরী হেরিছে তারে হেলায় গ্রীবা
দোদুল দুল দোলে মনের দুল
তার বাঁশরী।

(২)

ওরে মন....................মন
নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
আর কি পরে সময় হবে
আর কি পরে সময় হবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
অমন সোনার মৌরসী পাট
আগাছাতেই করছে লোপাট
কোন হিসেবে খাজনা দিবি
হুজুর এসে চাইবে যবে
নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
আর কি পরে সময় হবে
ওরে মন আর কি পরে সময় হবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
সাবেক কালের দলিলটা যে
কাট্‌ছে পোকায় সকাল সাঝে
সাবেক কালের দলিলটা যে
কাট্‌ছে পোকায় সকাল সাঝে
সেই কাগজের নেই যে নকল
ছয় জনাতে করলে দখল
মামলা রুজু করার মত
মামলা রুজু করার মত
আর কি কোন প্রমাণ রবে
নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
আর কি পরে সময় হবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন নিজের জমি জরীপ করবি কবে
ওরে মন....................ওরে মন

(৩)

জয় তারা—জয় তারা
কে জানে তারা তুমি ধর কত বেশ
কখনও প্রকৃতি হওমা কখনও পুরুষ
কে জানে তারা তুমি ধর কত বেশ
কেহ বলে নিরাকারা
ব্রহ্মময়ী পরাত পারা
কেহ বলে নিরাকারা
ব্রহ্মময়ী পরাত পারা
কেহ বলে সাকারা কত মূরতি প্রকাশ

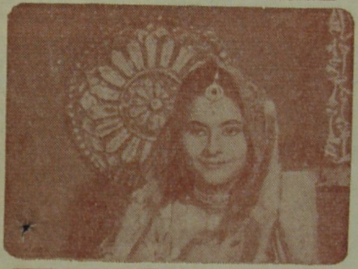

কে জানে তারা তুমি ধর কত বেশ
কখনো বা দশভুজা কখনও বা অষ্টভুজা
কালি রূপে চতুর্ভুজা
করে অসি এল কেশ
কখনও বা দশভুজা
কখনও বা অষ্টভুজা
কালি রূপে চতুর্ভুজা
করে অসি এলো কেশ
কখনও বা অসি ধরে
কখনও বা বাঁশী করে মা
কখনও বা অসি ধরে
কখনও বা বাঁশী করে
কৈলাশের অন্তপুরে
কালিরূপে বারেক এস
কে জানে তারা তুমি ধরো কত বেশ
কে জানে তারা তুমি ধরো কত বেশ
জয় তারা
জয় তারা
জয় তারা

(৪)

এ কোথায়, এ কোথায়, এ কোথায় আমি চলেছি
আমায় পথ বলে দেবে কে
এ কোথায় আমি চলেছি
আমায় পথ বলে দেবে কে
এমন আমার কেউ নেই আজ
সুধাই যারে ডেকে
পথ বলে দেবে কে
পথ বলে দেবে কে
তুমি না আমায় কাছে টেনে নিলে
ফুরাবো যে প্রভু আমি তিলে তিলে
তুমি না আমায় কাছে টেনে নিলে
ফুরাবো যে প্রভু আমি তিলে তিলে
কেঁদে কেঁদে শেষে দুচোখের আলো
আঁধারে দেবে ঢেকে
পথ বলে দেবে কে পথ বলে দেবে কে
ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্
একং নিত্যং বিমলমচলং সার্বধী সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদগুরুং তংনমামি
সদগুরুং তং নমামি
পথ বলে দেবে কে
আমায় পথ বলে দেবে কে
পথ বলে দেবে কে
পথ বলে দেবে কে
বাধার শাসন ভেঙ্গে দাও তুমি
এ জীবন মরু উঠুক কুসুমি
বাধার শাসন ভেঙ্গে দাও তুমি
এ জীবন মরু উঠুক কুসুমি
জনম সফল করে দাও প্রভু
স্মরণে তব রেখে
প্রভু স্মরণে তব রেখে

(৫)

ও মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদ
জোৎস্না বাড়ালো ও
ও দুটি চোখ পদ্মকলি
মন যে ভরালো ও
ও মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদ
জোৎস্না বাড়ালো
ও দুটি চোখ পদ্মকলি
মন যে ভারালো ও
ও মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদ
ও কথায় তোমার ভ্রমর যেন
বাজালো বাঁশী

অধর যেন কেড়ে আনে
মনের হাঁসি
ও পায়ে তোমার নুপুরে যে তাই
ছন্দ ছড়ালো
এই মাটির ধুলায় স্বর্গ যেন
এসেছে নামি
আজ একটি সুরে তোমার মাঝে
মিলেছি আমি

(৬)

নিঠুর হয়োনা প্রিয়
এসো গো কাছে আরও এসো গো কাছে
আরও এসো গো কাছে, এসো গো কাছে
আরও এসো গো কাছে
এনেছি উচ্ছল করা, তনুর পেয়ালা ভরা
এনেছি উচ্ছল করা, তনুর পেয়ালা ভরা
পিয়ে দেখ প্রিয়তম কি সুধা আছে
পিয়ে দেখ প্রিয়তম কি সুধা আছে
আরও এসো গো কাছে আরও এসো গো কাছে
এসো গো কাছে

অপরূপ রূপ সাজে
সেজেছি আজি এ রাতে

বাহুর বাধনে বেঁধে
এসো জাগি দুজনাতে
অধরের নীড়ে থাকি
গাহিব অধর পাখী
মিলন পিয়াসী হিয়া তোমারে যাচে
মিলন পিয়াসী হিয়া তোমারে যাচে
আরও এসো গো কাছে
আরও এসো গো কাছে
এসো গো কাছে

স্তোত্র

বন্দে বন্দে হরশঙ্কর অনাদি প্রমথেশং
সমর হর মনন্তং শম্ভুং দিগম্বরং
বিলসতী শশী ললাটে জটা জুটে সুরগংঙ্গা
কটিতট বিলম্বিত ফনিমালং কপালং দধাতং
বাজিত ডমরু শৃঙ্গং
হিম ভূধর বরকান্তং প্রশান্তং মহেশ্বরং
দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে
শঙ্কর মৌলিং নিবাসিনী বিমলে
মমমতি বস্তাং তব পদ কমলে

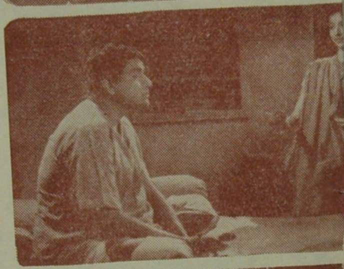

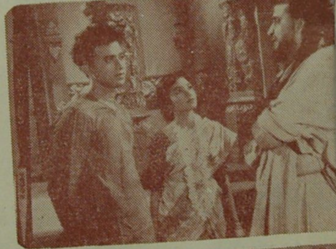

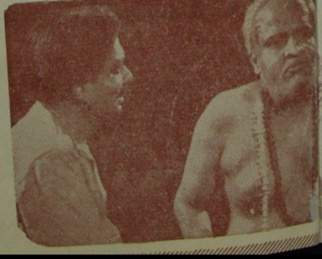

(৭)

রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ নামরে
বিপদ বারণ পতিত তারণ
অভয় কারণ নামরে
বিপদ বারণ পতিত তারণ
অভয় কারণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ নামরে
জীবন বল্লভ হৃদয় রঞ্জন
নয়নে পল্লভে আলোক অঞ্জন
জীবন বল্লভ হৃদয় রঞ্জন
নয়নে পল্লভে আলোক অঞ্জন
আকুল সৌরভ অতুল গৌরব
অমৃত ধারণ নামরে
আকুল সৌরভ অতুল গৌরব
অমৃত ধারণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ নামরে
ত্রিলক বান্দত শোভন সুন্দর
ভক্ত নন্দিত করুণা নির্ঝর
ত্রিলক বন্দিত শোভন সুন্দর
ভক্ত নন্দিত করুণা নির্ঝর
কলুষ নাশন মধুর ভাষণ
ত্রিতাপ হরণ নামরে
কলুষ নাশন মধুর ভাষণ
ত্রিতাপ হরণ নামরে
কলুষ নাশন মধুর ভাষণ
ত্রিতাপ হরণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামরে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামরে

(৮)

জাগো জাগো জাগো
জাগরে জাগরে জাগরে
হরি গুণ গানে
নিখিলের প্রেমে জাগো
অমৃতের ধ্যানে
হরিগুণ গানে হরিগুণ গানে
জাগরে জাগরে জাগো হরিগুণ গানে
জাগো জাগো জাগো
হৃদয় কমল দল
ভরে আছে পরিমল
অলোকের পথে চলো অভয় পরাণে
হরিগুণ গানে
জাগরে জাগরে জাগো
হরিগুণ গানে
জাগো জাগো জাগো
তুমি রুদ্র তুমি শক্তি
তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম
বিশ্বের প্রাণ
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো
দশভূজা তুমি দুর্গা
দশভূজা তুমি দুর্গা
মহাবিদ্যা তুমি কালি
মহাবিদ্যা তুমি কালি
নীলকণ্ঠ তুমি শিব
বংশীধারি বনমালি
সাধকের বেশে তুমি যুগে যুগে আস
আর্ত্ত ব্যথিত জনে তুমি ভালবাস
ত্রিতাপ যাতনা নাশ বরাভয় দানে
জাগরে জাগরে জাগো হরিগুণ গানে
সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে শন্তু নিরাময়
সর্ব ভদ্রানি পশ্যন্তু সর্ব সর্ব্বত্র নন্দতু

নটরাজ প্রডাক্‌সন্স এর ভক্তিমূলক অর্ঘ্য

ভারতের সাধক

প্রযোজনা : সুব্রত মুখার্জ্জী — চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মনি বর্মা

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : **সুহৃদ ঘোষ**

সঙ্গীত পরিচালনা : **অনিল বাগ্‌চী**

আলোক চিত্রশিল্পী : বিজয় দে
সম্পাদনা : রবীন দাস
শিল্প নির্দ্দেশনা : সুনীল সরকার
সর্বাধ্যক্ষ : সুব্রত মুখার্জ্জী
শব্দযন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়
প্রচার : রবি বসু
রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জি

পটশিল্পী : কবিদাস গুপ্ত ও অমিতাভ বর্দ্ধন
শব্দ পুনঃযোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জি
স্থিরচিত্র : রণজিত রায়
গান রচনা : শ্যামল গুপ্ত
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
নৃত্য পরিচালনা : নৃত্যরাজ হীরালাল

সহকারীবৃন্দ :

প্রধান সহকারী পরিচালনা : মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। চিত্রশিল্পী : ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ও সুকুমার শী। শিল্পনির্দ্দেশনা : গুপি সেন। শব্দ যন্ত্রী : জগনাথ, মাণিক। আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন, দেবেন। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার, শ্যামসুন্দর নিধারিয়া। সাজ-সজ্জা : কানাই লাল দাস।

রূপায়ণে :

ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বামা ক্ষেপা ও স্বামী নিগমানন্দ—এর চরিত্রে

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায় :

মিহির ভট্টা, বীরেন চট্টো:, দ্বিজু ভাওয়াল, শীতল, ধীরাজ দাস, ঋষি, খগেন পাঠক, সৌমেন, পান্নালাল চৌধুরী, মাঃ শংকর, শংকর ঘোষ, নৃত্যরাজ হীরালাল, কাশীনাথ, সুবল, অজিত, শিবেন, ননী মজুমদার, নিরঞ্জন, মিস্ বিদ্যা রাও, কল্যানী ঘোষ, অপর্ণা, মলয়া সরকার, রাজলক্ষী, সঞ্চিতা, দীপিকা দাস, শীলা পাল, সুপর্ণা সেন, মণিকা অধিকারী, করালী, সবিতা।

কণ্ঠ সঙ্গীতে :

সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী, তরুণ ব্যানার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, নির্মলা মিশ্র, অধীর বাগচী, রত্না বাগচী, গোবিন্দগোপাল মুখার্জি।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
ফিল্ম সভিসেস্ ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।
একমাত্র পরিবেশক : কল্যাণী চিত্রম্

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩